জনির চিঠি

ছুটিতে সবাই যে যার বাড়ি চলে যেত হস্টেল খালি করে। হস্টেল বন্ধই থাকতো সে কটা সপ্তাহ। বিদেশী পড়ুয়া যে দু'চারজন - যাদের বাড়ি সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে - তাদেরও উঠে যেতে হত অন্যত্র, শহরেই কাছে পিঠে কোথাও একখানা কুঠরি ভাড়া নিয়ে। আমায় কিন্তু তিন বছরে একবারও তা করতে হয়নি। সেই সুদূর বিদেশেও পাতানো ঘরবাড়ি পেয়ে গিয়েছিলাম বন্ধু রোজমেরীদের পরিবারে।

প্রথম ছুটিতে ও যখন আমায় সারা ছুটিটা ওদের বাড়ি কাটানোর আমন্ত্রণ জানালো, মনে মনে জিভ কেটে বললাম, "ধ্যেৎ, তাই কখনো হয়! ঝাড়া দু'টো মাস লোকের বাড়ি গিয়ে চেপে বসা যায় নাকি!" নাছোড় রোজমেরী যখন শেষ অবধি আমায় সঙ্গে নিয়ে গেলই, তখনো মনে মনে ঠিক করে রেখেছি যে দু'চার দিন কি বড় জোর এক হপ্তার বেশী নয়। তারপর উপযুক্ত কিছু একটা উপহার কিনে দিয়ে "বাই বাই" করে বাকি ছুটিটা লণ্ডনের কোনও সস্তা পাড়ায় ফিশ-অ্যাণ্ড-চিপ্‌স্ খেয়ে কাটিয়ে দেবো। কিন্তু ওদের বাড়িতে পা দিয়েই সব সঙ্কল্প কোথায় ভেসে গেল। রান্নাঘরে বাসন মাজা স্থগিত রেখে এপ্রনে ভিজে হাত দু'টো মুছতে মুছতে প্রৌঢ়া একটি মহিলা ব্যগ্র পায়ে এগিয়ে এলেন। আমার দু'গালে চুমু খেয়ে বললেন, "আমি রোজমেরীর মম্। এখন থেকে তোমারও, কেমন?" রোজমেরীর পপ্ করমর্দন করে বললেন, "এটা তোমার সেকেণ্ড হোম।" এ যে শুধু নিছক ভদ্রতা বা মুখের কথা নয়, তা বুঝতে দেরী হল না।

রোজমেরী আমাকে প্রায়ই বলতো, "উই আর এ ক্রেজি ফ্যামিলি।" সে যে কি ক্রেজি নিয়মছাড়া খামখেয়েলি খোলা মেলা সংসার তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। পিঠোপিঠি আটটি ভাইবোন। আটজনে মিলে হৈ চৈ ধুম ধুমাক্কার লেগে আছে সর্বক্ষণ। এর উপর অতিথি অভ্যাগত

বাড়িতে উপস্থিত থাকেই কেউ না কেউ। 'মম্' গাউনের উপর এপ্রন এঁটে সদাসর্বদা এই রাবণের গুষ্টির তত্ত্ব তলাস আর তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত। অফিস ফেরত 'পপ্'ও হাত লাগায় এসে। বাগান কোপানো, লন পরিষ্কার, ফায়ার প্লেসে কয়লা জোগান দেওয়া। ছেলে মেয়েরা সবাই চাকরি বাকরি লেখাপড়ায় রত থাকে সারা বছর। কেউ কাছে, কেউ বা দূরে। ছুটিছাটাতেই একত্র হয় সবাই, ঢালাও আনন্দে গা ভাসিয়ে। স্নেহশীল বাপ-মা তাদের আর সাহায্যার্থে বিশেষ ডাকে না - আহা অন্য সময়তো খাটতেই হয় বাছাদের, ক'দিন একটু আরাম করুক।

ওদের বাড়িটা শহর থেকে খানিক দূরে, গ্রামাঞ্চলে। অবশ্য ইংল্যাণ্ডে গ্রাম আর শহরের মাঝে দূরত্ব খুব কম। গাড়ি হাঁকালে মিনিট কুড়ির পথ বড়জোর। শহরের সবকিছু সুবিধাই নাগালের মধ্যে - শুধু ধোঁয়া, ভিড় আর ঘিঞ্জিপনা থেকে নিষ্কৃতি।

এ গল্প যাকে নিয়ে, হিল্‌দা নামের সেই মেয়েটিকে রোজমেরীদের বাড়িতেই দেখেছি আমি। আমার মত সেও ছুটি ছাটায় মাঝে মাঝে ওখানে আসতো। হিল্‌দা রোজমেরীর দূরসম্পর্কের আত্মীয়, থার্ড কাজিন। বাড়ি নটিং হিলে। তবে ও নিজে থাকতো কভেন্ট্রিতে। সেখানে চাকরি বাকরি করতো কিছু। সেটা বোধহয় প্রয়োজনের তাগিদে নয়, নিছকই সময় কাটানোর অছিলা। কারণ প্রতিবারই শুনতাম যে আগের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে নতুন কিছুতে ঢুকেছে হিল্‌দা। বয়সে আমাদের চেয়ে বেশ কিছু বড় ছিল। আঠাশ উনত্রিশের মত হবে। গোলগাল ভারী চেহারা। দেখতে সুন্দর না হ'লেও মোটামুটি চলনসই।

ওসব দেশে এত বয়স অবধি সাধারণত মেয়েরা সঙ্গী-বিযুক্ত থাকে না, নেহাত জীবনে কোন বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মহান সঙ্কল্প না থাকলে। এবং হিল্‌দার মধ্যে এ সবের ছিটে-ফোঁটাও ছিল বলে মনে হত না আমার। অবশ্য আমার কৌতূহল নিরসন হল অচিরেই। হিল্‌দা নিজেই যেচে বললো যে সে নাকি তার বাল্যসখা জনের কাছে বাক্‌বদ্ধ। জনের অবস্থা একটু সচ্ছল হলেই বিয়ে করবে তারা।

"এখন কোথায় আছে সে?"

"কেন, কভেন্ট্রিতে।"

আমার সরল প্রশ্নে মুখ টিপে হাসলো হিল্‌দা। বুঝলাম হিল্‌দার বাড়ি ঘর ছেড়ে কভেন্ট্রিতে পড়ে থাকার পিছনে মহৎ উদ্দেশ্যটা কি। প্রিয়ের ঘরনী হতে দেরি থাক, তবু তো তার কাছাকাছি থাকতে পারছে অন্তত।

রোজমেরীদের বাড়ি পারিবারিক ছুটি-পরবটা দারুণ উদ্দাম উল্লাসে পালন করা হত। রোজই হয় পিক্‌নিক্‌ নয় নৌকোবিহার কিংবা পাহাড়ে চড়া ইত্যাকার কোন না কোন হুজুগে বেরোতো দলবল। রক্ষণশীল ঘরকুনো বাঙালী পৃষ্ঠভূমি নিয়ে আমি সব সময় ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারতাম না। মনে উৎসাহ থাকলেও শরীরে কুলোতো না। এক দিনের জের টানতে তিন চার দিন লেগে যেতো। হিল্‌দাও দলে ভিড়ে হৈ-হুল্লোড় করার চেয়ে চুপ চাপ বাড়িতে থাকারই পক্ষপাতি। আমরা দু'জন পেল্লায় মগে ধূমায়িত কফি নিয়ে রেকর্ড প্লেয়ার অথবা টি.ভি. চালিয়ে দিতাম। কখনও বা গ্রামের মেঠোপথে ঘুরে বেড়াতাম উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে।

হিল্‌দা তার জনের কথা বলতো, আর আমি চুপচাপ শুনে যেতাম। কভেন্ট্রিতে কোন ডেন্টিস্টের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট জন। হিল্‌দার চেয়ে বয়সে মাস ছয়েকের বড়। আট বছর আগে কাজে যোগ দিয়ে প্রথম মাইনেটা পেয়েই স্যাকরার দোকানে গিয়ে আঙটি কিনে এনেছে, তারপর সেই আঙটি পকেটে নিয়ে হিল্‌দার বাড়ি হাজির হয়েছে সোজা। না, হিল্‌দা তখনো কভেন্ট্রিতে আসেনি। তাদের নটিং হিলের বাড়িতেই গিয়েছিল জন, ডেন্টিস্টের কাছে দু'দিনের ছুটি নিয়ে। বিয়ে পাকা করে ফিরে এসেছে কভেন্ট্রিতে।

হিল্‌দাদের বাড়ির অবস্থা ভাল, বাবা-মা'র খুব একটা মত ছিল না। কিন্তু আশৈশবের প্রণয় ভেঙে দেবার সাধ্য ছিল না তাঁদের। তবে জনের কাছে কথা আদায় করে নিয়েছেন যে তাঁদের মেয়েকে ঘরে তোলার আগে উপযুক্ত ঘরদোর, আসবাবপত্তর, স্বচ্ছল জীবন যাপনের সংস্থান যেন থাকে তার। বচনবদ্ধ জন প্রেয়সীকে ঘরে আনার সুকঠোর সাধনায় শ্রান্তি, ক্লান্তি ভুলে একাগ্রচিত্তে লিপ্ত করেছে নিজেকে। অর্থোপার্জন আর অর্থসঞ্চয় করে চলেছে সবরকম বিলাস-ব্যসন-সৌখীনতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে।

মুগ্ধ বিস্মিত মনে নির্বাক শুনে যাই আমি। এই বস্তুতান্ত্রিক যুগেও এরকম একনিষ্ঠ প্রেমের নজির মেলে তাহ'লে ! কিন্তু প্রেমের একি অপচয়!

হিল্‌দা আমার মনের কথা আঁচ করে বলে, "জনিকে কতবার বলেছি আর তোমার কষ্ট দেখতে পারি না। বাবা-মা'র অমতেই তোমাকে বিয়ে করবো আমি। কার্পেট-টি.ভি.-ওয়াশিংমেশিন-কার কিচ্ছু চাই না আমার। কিন্তু জনি বলে, 'না, তা হবে না। আমার মানসপ্রতিমাকে ধুলোর আসনে বসাতে পারবো না। তোমার যথাযোগ্য সিংহাসন গড়ে তাতে প্রতিষ্ঠা করবো তোমায়। আর দু'টো বছর শুধু। তোমায় পাওয়ার জন্যে পরিশ্রম করছি, এতে আমার কোন ক্লান্তি কোনও কষ্ট নেই।' ----"

বাড়ির অন্যান্যদের চেয়ে আমার সঙ্গই বেশী পছন্দ করতো হিল্‌দা। আগেই বলেছি রোজমেরীদের পরিবারে সবাই ভারি হুল্লোড় আর আমোদপ্রিয়। নিশ্চুপ বসে একতরফা প্রেম কাহিনী শোনার মত ধৈর্য নেই কারো। তাছাড়া জনের কথা তারা সবাই জানতো। নতুন করে শোনানোর কিছু ছিল না তাদের।

মম্‌ বলতেন, "কি জানি বাপু, এত বছর ধরে অপেক্ষা করে আছ দু'জনে। ঝট্‌পট্‌ বিয়ে করে ফেলাই তো উচিত ছিল। এতদিনে বেশ অনেকগুলো ছেলেপুলে নিয়ে জমজমাট ঘর সংসার করতে পারতে।"

হিল্‌দা লজ্জা লজ্জা মুখে চোখ নামিয়ে হাসতো। রোজমেরীর উনিশ বছরের বোন জেনিফার - যে ক্ষণে ক্ষণে প্রেমে পড়ে আর প্রতিবারই বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু-হিতৈষীরা মিলে কোনমতে বিয়ে আটকায় - ঠোঁট উলটে এক ফরাসী কবির দোঁহা আওড়ালো।

বৃদ্ধ প্রেয়সী সাথে রত্নময় স্বর্ণখাটে
নিরানন্দে অনিদ্রায় কাটে সারারাতি
যৌবনের সুরাপানে দুঃখ কষ্ট নাহি জানে
দোঁহার হৃদয়ে জ্বলে অনির্বাণ বাতি।

জনের চিঠি এলেই হিল্‌দা চিঠিখানা নিয়ে অন্য ঘরে চলে যেতো। ফিরতো বেশ খানিক পরে, চোখে মুখে চাপা আলোর আভা নিয়ে।

আমাকে একান্তে চিঠির কথা বলতো কিছু কিছু।

বলতো, "জন নাকি একেবারে পাগল। আট বছর আগে যে তারিখে ওদের বাক্‌দান ঘটেছিল, প্রতিমাসে সেই দিনটিতে একটা রক্ত গোলাপ উপহার দেয় হিল্‌দাকে। এ মাসে কাছে নেই বলে খামে ভরে পাঠিয়েছে গোলাপটা।"

গলার কাছে জামা সরিয়ে হিল্‌দা দেখালো সেফটিপিন দিয়ে একটা শুকনো বিবর্ণ গোলাপ সেমিজে আটকানো রয়েছে। ঘাড় বেঁকিয়ে ফুলটা চুম্বন করলো হিল্‌দা। আমার দু'চোখ জলে ভরে এলো এই দুর্লভ নৈসর্গিক প্রেমের নিদর্শন দেখে।

রোজমেরীদের বাড়ি নিত্য আনাগোনা ছিল যাদের তাদের মধ্যে একজন হ'ল ডেভিড। শহরে ফোটোগ্রাফির দোকান করতো। থাকতো রোজমেরীদের প্রতিবেশীর বাড়ি একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে। নির্ভেজাল ভালমানুষ। অত্যন্ত সাদাসিধে। একটু যেন গোঁয়ার গোঁয়ার নিরস প্রকৃতির বলেও মনে হ'ত। বয়স ত্রিশের কোঠায়, বিয়ে-থা করেনি। সকালে উঠে দোকানে চলে যেত, কাজ-পাট চুকিয়ে ফিরতো সন্ধ্যে পার করে। শহরে দোকানে কিছু খেয়ে নিতো যেদিন যা জুটতো, সময় ও সুযোগ বুঝে। রাত্রে ঘরে ফিরে আবার স্বপাক ভোজন। এ বাড়িতে এলে মম্‌ না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়তেন না ডেভিডকে। ছুটিছাটাগুলোতেও ঢালাও নেমন্তন্ন থাকতো তার।

রোজমেরী আর তার বোনেরা ওকে পাত্তা দিতো না খুব একটা। তবে হিল্‌দার প্রতি ডেভিডের বেশ দুর্বলতা ছিল বলে মনে হ'ত আমার। লোকটা বিশেষ বাক্‌পটু ছিল না। চেহারা বা বেশবাসেও এমন কিছু আকর্ষক ছিল না। তবু হিল্‌দার মনোযোগ আকর্ষণের একাগ্র বাসনা তার টের পেতাম আমি এবং আমার মনে হয় অন্যদের কাছেও চাপা ছিল না তা। এতে আরও যেন গোঁয়ার গোবিন্দ, বোকাটে বোকাটে লাগতো ডেভিডকে। কারণ হিলদা তার সামনেই যখন তখন "আমার জনি অমুক করলো", "আমার জনি তমুক করলো" বলে কথার মাঝে তার অনুপস্থিত প্রেমিককে টেনে আনতো। ডেভিডের মুখখানা ম্লান হয়ে যেতো নিমেষে। স্বল্পবাক্‌ মানুষটা নির্বাক্‌ হয়ে যেতো একেবারে।

রোজমেরীদের বাড়ি সবসুদ্ধু বার আষ্টেক থেকেছি আমি আর প্রায় প্রতিবারেই হিল্‌দাকেও পেয়েছি ওখানে। তবে হিল্‌দার সঙ্গে আমার প্রাণের কোন যোগ ছিল না। ওই হট্টমালার মাঝে একজন চিমেতালের সঙ্গী পেয়ে খানিকটা সুবিধা হয়েছিল আমার এবং হয়তো ওরও। সেই সুবিধার খাতিরেই যেটুকু অন্তরঙ্গতা। রোজমেরীই বরং আমার প্রাণের বন্ধু ছিল, যদিও ওর সঙ্গে আমার প্রকৃতিগত মিল ছিল না একটুও। তিন বছর পরে দেশে ফিরে আসার পরও নিয়মিত চিঠিপত্রের আদান প্রদান ছিল কিছুদিন। ক্রমে নানান ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম। ঘর-সংসার, স্বামী-পুত্র-কন্যা ঘিরে জগৎটা ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে এলো। নিজের সংসারের বাইরে সংসার সম্বন্ধে উৎসাহ ক্ষীণ, স্তিমিত হয়ে এলো ধীরে ধীরে। দেশে ফেরার বছর দুয়েক পরে রোজমেরীর চিঠিতে একটা নিদারুণ দুঃসংবাদ পেলাম - পপ্‌ আর মম্‌ দু'জনেই একটা মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এ খবর জেনে অনেক কেঁদেছিলাম সে দিন।

এরপর আরও বছর দশেক কেটে গেছে। গত বছর হঠাৎ আমার স্বামীর বিদেশ যাত্রার সুযোগ ঘটলো।

বললাম, "আমাকেও নিয়ে চল।"

প্রথমে ভাবলো রসিকতা করছি। মাত্র এক মাসের জন্যে অফিসের কাজে বিলেত যেতে বউ সঙ্গে যাবে এ কেমন কথা। কিন্তু আমি ছাড়লাম না। আমার এক ননদ এডিনবরায় থাকে।

বললাম, "তুমি অফিসের কাজ করো, আমি এডিনবরায় সেজদির কাছে গিয়ে থাকবো। ছেলেমেয়েদের দিল্লীতে তাদের দিদার কাছে রেখে যাবো। এডিনবরায় ফেস্টিভ্যাল হবে সে সময়, কত দূর দেশ থেকে দেখতে আসে লোকে। আমারও মুফতে দেখা হয়ে যাবে।"

কর্তা ব্যাজার মুখে বাড়তি খরচ খরচার হিসেব কষে বললো, "মুফতেই বটে, প্লেন ভাড়ার সামান্য টাকা ক'টাই শুধু ----।"

লণ্ডনে পৌঁছে তার দু'দিন পরে এডিনবরা যাবো। ভাবলাম শেফিল্ড হয়ে যাই। রোজমেরীদের গ্রাম ওখানেই। বহু বছর খবর রাখি না, ওখানে আছে কিনা এখন কে জানে। তবু এতদূরে এসে একবার দেখা করার চেষ্টা না করে পারলাম না। শেফিল্ডে পৌঁছে ট্যাক্সি নিলাম একটা। আধঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। এই ক'বছরে গ্রামের চেহারাই

বদলে গেছে। নতুন বাড়ি উঠেছে। পুরোনো বাড়িগুলোও অন্যরকম হয়ে গেছে - কোনটা অযত্নে, কোন কোনটা আবার সযত্ন ঘষামাজা, পলেস্তারার ফলে। অনেক খোঁজাখুঁজি জিজ্ঞাসাবাদ করে রোজমেরীদের বাড়ি পৌঁছে দেখি নতুন বাসিন্দা সেখানে এবং তারা ওর কোনও খবর জানে না। ওরা নিজেরাই নাকি নতুন এ তল্লাটে।

নিরাশ হয়ে কিংকর্তব্য ভাবছি, হঠাৎ মনে পড়লো ডেভিডের কথা। পাশের বাড়ির ভাড়াটে ছিল ও। এখনও আছে কিনা খোঁজ নিতে দোষ কি? না, ডেভিডও বাড়ি বদলেছে, তবে তার বাড়ির ঠিকানা জানালো তার পুরোনো ল্যাণ্ডলেডি। রোজমেরীর ঠিকানাও পেয়ে গেলাম অপ্রত্যাশিত ভাবে। সেই মহিলার কাছেই শুনলাম, রোজমেরী নাকি ডেভিডকে বিয়ে করেছে এবং দুজনে ঘর বেঁধেছে এই গ্রামেরই কাছাকাছি, শহরে যাবার বড় রাস্তাটার ধারে।

আবার সেই ট্যাক্সিতেই রওনা দিলাম যে পথে এসেছিলাম সেই পথে। বাড়ির নম্বর মিলিয়ে গাড়ি থামালাম। ছোট্ট একতলা বাড়ি। পিতলের ভারী নকার দিয়ে আওয়াজ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বছর আষ্টেকের একটা মেয়ে দরজা খুলে হাসিমুখে সামনে দাঁড়ালো। প্রাণোচ্ছল দু'টি চোখে মেঘশূন্য মুক্ত আকাশের নীল। অসম্বৃত সোনালী চুল কেঁপে কেঁপে উঠছে বালিকার চঞ্চল ভঙ্গির তালে তালে। নিঃসন্দেহে রোজমেরীর বাড়ি এটা, তারই মেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে।

শুধোলাম, "তোমার মা কোথায়?"

মেয়ের পিছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো রোজমেরী।

এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর ছুটে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো, "নীতা, তুই! কোথা থেকে এলি? নাকি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি আমি!"

আমায় হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে ঘরে বসালো। সাইডবোর্ড হাতড়ে সেরা পানীয় বার করে সামনে ধরলো। আদর অপ্যায়নে গল্পগুজবে সময় কেটে গেল যেন কোন যাদুমন্ত্রে। সন্ধ্যের ট্রেনে এডিনবরা যাবো, লিখে দিয়েছি সেজদিকে।

রোজমেরী বললো, "আজই চলে যাবি? দু'টো দিন থেকে যা।"

বললাম, "এডিনবরায় ওরা অপেক্ষা করবে, ফেরার সময় বরং চেষ্টা করবো আবার আসার।"

ডেভিড দোকানে গেছিল, বিকেলের দিকে ফিরলো। আরও যেন চুপচাপ চাপা প্রকৃতির হয়ে গেছে সে। রগের দু'পাশে চুলে পাক ধরেছে এরই মধ্যে, কপালে সূক্ষ্ম বলিরেখা।

রোজমেরীকে আড়ালে বললাম, "কর্তার যত্ন আত্তি করিস তো? নাকি আগের মত হুল্লোড় করেই কাটাস সারাদিন?"

রোজমেরী হাসলো, "আমায় দেখে আগের মত মনে হয় তোর? আগের মত কিছুই নেই আর, সব শেষ হয়ে গেছে কবে।"

মনে হল হাসি নয়, কান্না ঝরে পড়ছে ওর কথা থেকে।

বললাম, "কি ব্যাপার বল তো?"

সত্যি বলতে কি ওর চেহারাও বেশ খারাপ হয়ে গেছে। কেমন একটা

শুকনো, বুড়োটে ভাব এসে গেছে এরই মধ্যে। আমায় এত বছর পরে হঠাৎ দেখে আনন্দ আর উত্তেজনায় উচ্ছল প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল, তাই ওর দু'চোখের গভীরে ম্লান বিষাদের ছায়া নজরে পড়েনি এতক্ষণ। রোজমেরী আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল।

ব্যস্ত হয়ে বললো, "তোর ট্রেন তো সাতটায়। চল্ বাইরে ডিনার খাওয়াবো আজ। দুপুরে রান্নাবান্না করতে দিলি না মোটে।"

সত্যিই দুপুরে ওর ফ্রিজে যা ছিল তাই দিয়ে খাওয়া সেরেছি আমরা দু'জন আর ওর মেয়ে অ্যান্মেরী। ডেভিড স্যাণ্ডুইচ্ নিয়ে যায় রোজ, দোকানেই লাঞ্চ খায়। এত বছর পরে অল্প ক'ঘণ্টার দেখাসাক্ষাতের মূল্যবান সময় ষোড়শোপচারে রান্নাবান্না অতিথি সৎকারে নষ্ট করতে দিইনি ওকে। আমাকে হ্যাম স্যাণ্ডুইচ দিয়ে লাঞ্চ খাওয়ালো বলে ওর খেদ। ট্রেনে ডিনার পাওয়া যাবে, সাত সকালে এখনই খেতে চাই না, কিন্তু রোজমেরী কিছুতেই শুনলো না সে কথা। কোট চাপিয়ে আমার হাত ধরে বাইরে এলো। বাসে চড়ে স্টেশনে এলাম দু'জনে। এখনও ট্রেন আসতে ঘণ্টা দেড়েক বাকী। স্টেশনের পাশে ছোট একটা ক্যাফেটেরিয়ায় ঢুকলাম। আমায় বসিয়ে ট্রে-তে করে খাবার নিয়ে এলো রোজমেরী।

হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ আর স্ট্রবেরি ক্রীম। ছাত্রজীবনে অক্সফোর্ডের সস্তা ক্যাফেতে বসে বন্ধুরা দল বেঁধে কতদিন খেয়েছি এই খাবার। এত বছর পরে সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এলো।

রোজমেরী ম্লান মুখে বললো, "নীতা, হিল্‌দার কথা মনে আছে তোর?"

"আছে বইকি। সেই যার জন্যে অনন্ত কাল ধরে সাধনা করছিল জন নামে একটি ছেলে? আশা করি এ্যাদ্দিনে বিয়ে করে সুখে ঘর সংসার করছে তারা।"

আমার পরিহাস অগ্রাহ্য করে রোজমেরী বললো, "হিলদা এখন মেণ্টাল হস্‌পিটালে ! ডাক্তার বলেছে ও আর কোন দিন ভাল হ'বে না।"

"ওমা সে কি !"

"সব বলছি। এই জন্যেই তো সাত তাড়াতাড়ি তোকে বাড়ি থেকে বার করে আনলাম। ডেভিডের সামনে এ সব বলতে পারি না। কেন, তা সব শুনলেই বুঝতে পারবি।

"তোর মনে আছে হয়তো ডেভিডের বেশ একটা দুর্বলতা ছিল হিল্‌দার জন্যে। কিন্তু হিল্‌দার বিয়ে তো পাকা হয়ে ছিল কত বছর ধরে, নিত্যি তার জনির কাছ থেকে চিঠি আসতো পুরু খামে ভরে আর হিল্‌দা তখন সব সময়েই জনির নামকীর্তনে মশগুল। এর মাঝে ডেভিডের নিস্ফল প্রণয় প্রয়াস হাসির খোরাকই জোগাতো আমাদের। সত্যি বলছি নীতা, ডেভিডকে আমি বিয়ে করবো এ আমি কল্পনাও করিনি কোনদিন। আমাকে তো জানিস তুই, হৈ হুল্লোড় - নাচ গান - খেলা ধূলো নিয়ে মেতে থাকতাম। গণ্ডা গণ্ডা পুরুষ বন্ধু ছিল, কিন্তু প্রেম ট্রেম ধরণের কোন কিছু কোন দিনই গজায়নি মনে।

"তারপর হঠাৎ কি যে হয়ে গেল। সে দিন ক্রিসমাস। জেনিফারের এনগেজমেণ্টও সেদিন। বিরাট পার্টি বাড়িতে। পপ্ আর মম্ শহরে গেছে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা সারতে। দুপুরের আগেই ফেরার কাথা। দুপুর গেল, বিকেল গেল। আমন্ত্রিত অভ্যাগতরা একে একে এসে হাজির। গৃহকর্তা গৃহকর্ত্রী তখনও নিরুদ্দেশ। সন্ধ্যের পর পুলিশ এসে আমাদের

ভাইবোনদের নিয়ে গেল মৃতদেহ সনাক্ত করতে।"

রোজমেরী রুমাল দিয়ে চোখ মুছলো। আমিও।

রোজমেরী বললো, "তোর ট্রেন এসে যাবে। সংক্ষেপে বলছি। আমাদের বাড়িটা বেচে দেওয়া হ'ল। এ গাঁয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচে গেল আমাদের। আমি কিন্তু কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না। ছুটে আসতাম বারে বারে। মনে হ'ত এখানে এলেই আবার সব কিছু ফিরে পাবো। পপ্ মম্ আমার প্রিয় ঘর বাড়ি - সব যেন আমার প্রতীক্ষা করছে, আমাকে ডাকছে হাতছানি দিয়ে। কিন্তু এসে দেখতাম কোথাও কিছু অবশিষ্ট নেই আর। থাকার মধ্যে চেনা পরিচিত বলতে ছিল ওই এক ডেভিড। তাই এখানে এসে প্রতিবার ওর কাছেই যেতাম।

"এর পর ও যখন বিয়ের প্রস্তাব করলো, ডুবন্ত মানুষের মত আঁকড়ে ধরলাম এ গ্রামে ফিরে আসার সম্ভাবনাটাকে। তুই যেন ভেবে বসিস না যে আমি ওকে ভালবাসি না জেনেও বিয়ে করেছি নিজের স্বার্থে। তা নয়। তবে সে দিন যে ভালবাসা অনুভব করেছিলাম তার মধ্যে অনেকখানিই ছিল আমার হারানো শৈশব, আমার বাড়ি-ঘর, মা-বাবার স্মৃতির প্রতি ভালবাসা। আলাদা করে সে কথাটা বুঝতে পারিনি সে দিন। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে ভাই-বোন-আত্মীয়-বন্ধু সবাইকে খবর দিলাম।

"আমাদের বাড়িটার নতুন মালিক শহরে থাকতেন। বাড়িটা খালিই পড়েছিল তখন। আমরা ঐ বাড়িই ভাড়া নিলাম দিন পনেরোর জন্যে। সবাই এলো। হিল্‌দাও এলো। জনকেও সঙ্গে আনার জন্যে লিখেছিলাম। হিল্‌দা বললো জনির এক মুহূর্ত ফুরসৎ নেই। আগামী মাসে ওরাও বিয়ে করছে। জনি নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে কভেণ্ট্রিতে। সেই ফ্ল্যাট গোছগাছ করতে ব্যস্ত সে। হিল্‌দাও অনেক কষ্টে সময় করে এসেছে নেহাত আমার খাতিরে। বিয়ের পর লণ্ডন-ডেরীতে হনিমুনে যাচ্ছি শুনে হিল্‌দা ডেভিডকে খুব কথা শোনালো হাড় কিপ্পন, কঞ্জুষ বলে। জনি ওকে ইটালিতে নিয়ে রাখবে ঝাড়া তিন মাস।

"গ্রামের চার্চে বিয়ে হ'ল, তারপর মুঠো মুঠো কন্‌ফেটি ছুঁড়ে

সাজানো ট্যাক্সিতে তুলে দিল ওরা আমাদের দু'জনকে। তুই তো জানিস নীতা, হনিমুনে গেলে ঠিকানা দেবার রেওয়াজ নেই। এক মাস পরে গ্রামে ফিরলাম। ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট ডেভিড আগেই ঠিক করে গেছিল। সেই ফ্ল্যাটে এসে উঠলাম আমরা। এ্যানমেরী আমার পেটে। শরীর টরীর ভাল নেই বিশেষ। তবু অনেক উৎসাহ আর স্বপ্ন নিয়ে নতুন সংসার পাততে উদ্যত হলাম আমি আর ডেভিড। কিন্তু বিধি বাম। সুখ আমাদের কপালে নেই।

"বাড়িতে পা দেবার খানিক পরেই খবরটা পেলাম। পাড়া প্রতিবেশী-রুটিওলা-গোয়ালা সবাই যেচে শুনিয়ে যেতে লাগলো। আমার বিয়ের দিনই ঘটেছে ব্যাপারটা, আমরা হনিমুনে বেরোনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। হিল্‌দা আমার দু'গালে চুমু দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে হাসিমুখে আর তারপর আমাদের ট্যাক্সিটা রাস্তার মোড়ে মিলিয়ে যেতেই দ্রুত পায়ে উঠে গেছে উপরে। তেতলার ঘরে গিয়ে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে রান্না ঘরের পিছন দিকের বাগানে। অচৈতন্য অবস্থায় তক্ষুনি তাকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েক দিন পর জ্ঞান ফিরে আসে কিন্তু বুদ্ধি ফেরে না। এত বছর ধরে সেই ভাবেই আছে সে, বোধশক্তি রহিত অবোধ বালখিল্য হয়ে।

"সে দিন খবরটা পেয়েই ডেভিড আর আমি শহরে ছুটেছিলাম হিল্‌দাকে দেখতে। সেখানে ওর বাবা মা, কভেন্ট্রির ল্যাণ্ডলেডী ও আরও অনেক আত্মীয় হিতৈষী আসতো হাসপাতালে হিল্‌দার খোঁজ খবর নিতে। এটা এ্যাকসিডেণ্টের ঠিক একমাস পরের কথা। হিল্‌দার জনিকে আমি চোখে দেখিনি কোন দিন। হিল্‌দার মুখে তার কথা শুনেই এসেছি অবিরত। হিল্‌দার আত্মীয়-পরিজন- বন্ধুদের ভিড়ে জনির খোঁজ করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম ওরা নাকি এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানে না।

হিল্‌দার মা বললেন, "মেয়েকে সেই কবে থেকে পই পই করে বলছি বিয়ে থাওয়া করে সংসারী হ। সময় বয়ে যাচ্ছে। এরপর বেশী বুড়িয়ে গেলে বর জোটানো মুশকিল হবে।"

"হিলদার কাছে জনির বিষয় যা শুনেছি সব বললাম - হিল্‌দার বাবা-মার সঙ্গে জনির চুক্তি, তাদের মেয়ের যোগ্য হ'বার ও তাকে উপযুক্ত ঘরকন্না দেবার জন্যে জনির আপ্রাণ প্রয়াস।

ভদ্রমহিলা গালে হাত দিয়ে বললেন, "ওমা সে কি কথা গো! আমরা কেন বিয়েতে বাধা দেবো? আজকালকার দিনে এ সব চলে নাকি?"

কভেণ্ট্রির ল্যাণ্ডলেডীও বললো ও যদ্দুর জানে হিল্‌দার কোন বয়ফ্রেণ্ড নেই। ওর সঙ্গে ছেলে ছোকরা কেউ দেখা-সাক্ষাত করতে আসে না কস্মিন কালে আর হিল্‌দাও ঘর ছেড়ে বেরোয় ক্বচিৎ কদাচিৎ। যা কিছু কেনা-কাটা, চুলছাঁটা, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা ইত্যাকার প্রয়োজনীয় কাজগুলো কাজে যাবার অথবা কাজ থেকে ফেরার পথেই সেরে নেয়। আবার মাঝে মাঝে চাকরী ছেড়ে বাড়ি বসে থাকে যখন, তখন তো বাড়ি থেকে নড়েই না বলতে গেলে শুধু ঐ উপরোক্ত বাঁধা কাজ ছাড়া। সারাদিন ঘরে বসে কাগজ কলম নিয়ে কি সব চিঠিপত্র লেখে।

"ছুটি-ছাটায় অন্য কোথাও বেড়াতে গেলে এক গোছা খামে ভরা চিঠি রেখে যায় ডাক টিকিট ঠিকানা দিয়ে। বুড়ি ল্যাণ্ডলেডী তার নির্দেশ মত দু'দিন বাদে বাদে মোড়ের ডাকবাক্সে ফেলে আসে এক একখানা চিঠি।

"কাকে লেখে অত চিঠি? ঠিকানা দেখেছো?"

কভেণ্ট্রির ল্যাণ্ডলেডী ভুরু কুঁচকে কি যেন স্মরণ করে বিস্মিত কণ্ঠে বলে, "সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। চিঠিগুলো হিল্‌দা টম্‌সনের নামেই। ওর ঠিকানাতেই পাঠানো হত, ও ছুটিতে যখন যেখানে থাকতো।"

"তুমি ওকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করোনি কোন দিন?"

"আমার কি গরজ বলো? স্বাধীন সাবালিকা ভাড়াটে। সে তার খুশি মত যা করে করুক। আমায় সময় মত ভাড়া চুকিয়ে দিলেই হ'ল। বলতে কি ভাড়াটে হিসেবে একেবারে নিখাদ সোনা ছিল মিস্ টম্‌সন্। আর এর চেয়ে আরও কিম্ভুত খেয়ালওলা ভাড়াটে জুটেছে আমার কপালে, যারা মানুষ হিসেবেও অতি বজ্জাত বখাটে ছিল। সাধে কি আর মিস্ টম্‌সন্‌কে দেখতে ছুটে এসেছি এত দূরে।"

"জনির ব্যাপারটা মস্ত একটা রহস্য রয়ে গেল। উঠতি বয়সে হিল্‌দার নাকি জন নামে একটি ছেলের সঙ্গে বেশ ভাবসাব ছিল। বছর

ষোল সতেরো বয়স তখন দু'জনের। উঠতি বয়সের প্রথম প্রেম, যাকে বলে বাছুরে পীরিত। কিন্তু সেটা বেশি দিন টেঁকেনি। জন বড় হয়ে চাকরী বাকরী নিয়ে বিয়ে থাওয়া করে কোথায় এখন আছে তাও জানে না হিল্‌দার বাবা মা, এমন কি সম্ভবত হিল্‌দাও। তবু এত বছর ধরে ফাঁকির এই বিরাট প্রাকার গড়ে নিজেকে চারি দিক থেকে ঘিরে অবরুদ্ধ করে কেন যে রেখেছিল মেয়েটা, মনস্তত্ত্বের সেই রহস্যময় তথ্য জানে না রোজমেরী।

"নবপরিণীতা বধূর হাত ধরে ডেভিডকে মধুময় মধুচন্দ্রিমার নিরুদ্দেশে উধাও হতে দেখেই কি নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল সব? হিল্‌দার সমস্ত অন্তর হাহাকার করে উঠলো, মাথা কুটে আর্তনাদ করতে লাগলো নিদারুণ পশ্চাতাপে? ডেভিড অনায়াসে তার হ'তে পারতো, তারই তো ছিল এত কাল। যে মানুষটা তাকে বাঁচাতে পারতো, বিকারের গহ্বর থেকে তুলে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন দিতে পারতো, সেও হারিয়ে গেল চিরদিনের তরে। তাই বুঝি হিল্‌দা নিজেকে শেষ করে দিতে উদ্যত হয়েছিল। আত্মপ্রবঞ্চনা দিয়ে বাস্তবকে দূরে সরিয়ে রাখা আর সম্ভব হয়নি তার।"

রোজমেরী রুমাল দিয়ে চোখ মুছে কান্নাভরা গলায় বললো, "জানিস নীতা, আমারও সবকিছু শেষ হয়ে গেল তখনি। সব স্বপ্ন, সব আশা, সমস্ত ভবিষ্যৎ। এ ঘটনার পর ডেভিড একেবারে নিথর স্তব্ধ হয়ে গেল পাথরের মত। রোজ নিয়মিত কাজে যায়, সংসারের কোন ব্যাপারে কোন দিন কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয় না। আমার সঙ্গে ব্যবহারেও। কিন্তু এ যেন একটা কলের পুতুলের সঙ্গে ঘর করছি আমি। ওর মধ্যে কোথায় কি যেন মরে গেছে। আসলে ও হিল্‌দার জন্যে নিজেকেই দায়ী ভেবে নিয়েছে মনে মনে। ও যদি অত ভদ্র, অত সংযত, অত ভাল মানুষ না হয়ে জোর করে ছিনিয়ে নিত হিল্‌দাকে তার জনির তোয়াক্কা না করে, তবে হিল্‌দা আর ডেভিড দু'জনেই আজ পুরোপুরি বেঁচে থাকতো। আর হয়তো আমিও।"

মৃদু তিরস্কার করে উঠলাম, "একি বলছিস তুই?"

রোজমেরী বিষন্ন চোখ তুলে বললো, "ঠিকই বলছি। তোকে তো বলেছি সর্বগ্রাসী প্রেম যাকে বলে তা আমার জীবনে কোন দিন আসেনি।

বোধহয় সবার জীবনে আসেও না তা। ডেভিডকে বিয়ে করে এই পুরোনো প্রিয় পরিবেশে ঘর সংসার গড়ে তুলবো ভাবতে খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু সেই ভাল লাগাটা বোধহয় ভালবাসা নয়। আয়ারল্যাণ্ডে একটি মাস স্বপ্নের মত কেটেছে। গভীর মমতা ও যত্ন দিয়ে ভরা ছিল দিনগুলো। কিন্তু ডেভিড যাকে সত্যি সত্যি ভালবাসতো, সে আমি নই, সে হিল্‌দা। এর জন্যে আমার হিল্‌দার প্রতি ঈর্ষা নেই, ডেভিডের প্রতি কোন অভিমান নেই। শুধু রাগ হয় এই ভেবে যে জীবনভোর ওদের দু'জনের নির্বুদ্ধিতা আর কাপুরুষতার জের টানতে হবে আমাকে।"

"বারে, ডেভিডের এতে দোষ কোথায়? ও তো জানতো হিল্‌দা জনির বাক্‌দত্তা। তার প্রেমে বিভোর।"

"কিন্তু আজ ডেভিড নিজেকে অহরহ দুষছে তখন হিলদার উপর জোর খাটায়নি বলে। তার মানে এই নয় কি যে সে ক্ষমতা তার ছিল? তবে সেদিন সে ক্ষমতা প্রয়োগ করলো না কেন?"

"কি করে জানলি যে ডেভিড তাই ভাবছে?"

"তা না হ'লে আজও সে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না কেন? কুরে কুরে তাকে শেষ করে দিচ্ছে এই একই অনুশোচনায়। অহর্নিশি আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হচ্ছে মানুষটা।"

ঘড়ির দিকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলো রোজমেরী, "ওঠ, ট্রেন মিস হয়ে যাবে নইলে।"

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে রোজমেরী বললো, "এত বছর পরে দেখা। কোথায় বন্ধুকে নিয়ে আনন্দ করবো তা নয় নিজের অশান্তিগুলোও তোর কাঁধে চাপিয়ে দিলাম।"

ট্রেন দুলে উঠলো।

রোজমেরী আমার হাতে চাপ দিয়ে বললো, "গুডবাই নীতা, ভুলিস না। ফেরার পথে আবার আসবি নিশ্চয়ই।"

কিন্তু সে যাত্রা আর রোজমেরীর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়নি। জানি

না আর কোন দিন ওর সঙ্গে দেখা হবে কিনা। যখনি ওর কথা মনে

পড়ে, ভাবি তিনটি জীবনকে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির জালে জড়িয়ে ব্যর্থ করে দিয়ে বিধাতাপুরুষ কি আনন্দ পেলেন !